Book Post
Printed Matter

To_____

ডাঃ প্রকাশ মল্লিকের হোমিওপ্যাথির নতুন বইয়ের তালিকা

১। হোমিওপ্যাথি শিক্ষা ২৫০ টাকা
২। হোমিও চিকিৎসা পরিচয় ৬০ টাকা
৩। হাঁপানি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ৩০ টাকা
৪। পারিবারিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ৩০ টাকা
৫। চর্মরোগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ২৫০ টাকা
৬। হৃদরোগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ৩৫ টাকা
৭। শিশুরোগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ২০০ টাকা
৮। স্ত্রীরোগ ও হোমিও চিকিৎসা ২৫০ টাকা
৯। চোখের রোগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ১৫০ টাকা
১০। অসাধারণ লক্ষণ ও হোমিও চিকিৎসা ২৫০ টাকা
১১। আধুনিক হোমিওচিকিৎসা ১০০ টাকা
১২। বায়োকেমিক চিকিৎসা ৩০ টাকা
১৩। অনুবাদ ডাঃ সুসলারের বায়োকেমিক মেটিরিয়া মেডিকা ৪০০ টাকা
১৪। বিরল ঔষধের সরল প্রয়োগ ১০০ টাকা
১৫। যৌনতা ও যৌন রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ২৫০ টাকা
১৬। An Introduction of Homeopath Rs. 30/-
১৭। Cancer and its Homeopath is Treatment Rs. 50/-
১৮। Correct Pescriber Rs. 250/-
১৯। Mallick Method Rs. 100/-
২০। পশুরোগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ৫০ টাকা
২১। অনুবাদ বোরিকের মেটিরিয়া মেডিকা ৪০০ টাকা
২২। Healling by Homeopahty using rare Medicines Rs. 120/-
২৩। আপ্লারাইটিস ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, ৫০ টাকা
২৪। হোমিও ধন্বন্তরী ৩০০ টাকা
২৫। ডায়াবেটিস ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, ৫০ টাকা
২৬। জীবনের জন্য জানা, ১০০ টাকা
২৭। ক্যানসারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ৩৫০ টাকা

এছাড়াও আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞান, নির্বাচিত গ্রন্থ সহ দশটি কবিতার গ্রন্থ রচিয়তা

স্বাস্থ্য মঙ্গল

সাহিত্য সংবাদ স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও প্রগতি

সম্পাদক: ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

১লা জানুয়ারি, ২০১৯ ● ২২১ হ্যানিম্যানাব্দ ● ২য় বর্ষ ● সংখ্যা-১ ● সাহায্য ৩ টাকা

ঠিকানাঃ প্রযত্নে- মল্লিক হোমিও হল, ৮৮/১ দমদম রোড, দমদম কুইন (দোতলায়), কলকাতা-৭০০ ০৩০

চিকিৎসকদের সম্মানপ্রাপ্তি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিককে গুজরাটের একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা ভারতের ১০জন হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক-এর মধ্যে অন্যতম এবং ডাঃ পার্থসারথি মল্লিকে ভারতের

হোমিও প্যাথি চিকিৎসা জগতে উদিয়মান তারকা বলে উল্লেখ করেছেন।

ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য্যের বই উদ্বোধন করছেন ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

এইডস্ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক এম.ডি (হোমিও)
সিনিয়ার সুপার স্পেশা লিস্ট হোমিওপ্যাথ
সভাপতি ঃ আর্ন্তজাতিক ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ্ হোমিওপ্যাথি
ফোন ঃ ৯৮৩০০২৩৪৮৭/৯৮৩০৫০২৫৪৩
Email : mallick2007@gmail.com, info@drpmallick.in
Webesite : www.drpmallick.in

চিকিৎসক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সকলেরই চিন্তার কারণ একটি রোগ যার নাম এইডস্ (AIDS) যার সম্পূর্ণ নাম Acquiud Immune Deficiency Symdrome কিন্তু এইডস্ কি, কেন, এবং প্রতিকারই বা কি' এই রোগের জন্য দায়ী একটি ভাইরাস আবিষ্কৃত হয় যার নাম (HIV) এই ভাইরাস রক্তনালীর T-cell আক্রমণ করে।

এইডস্ প্রথম দেখা গিয়েছিল আমেরিকায় ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। এইডস্ কিন্তু নিজে সরাসরি মৃত্যুর কারণ নয়। এটি শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে (Registance) নষ্ট করে দেয়। তার ফলে বিভিন্ন রোগ সহজেই শরীরকে আক্রমণ করে এবং শেষে আক্রান্ত ব্যাক্তির মৃত্যু ঘটে। আমাদের শরীরের সিস্টেম যখন কোন ক্ষতিকারক জীবাণু প্রবেশ করে (Antigen) তখন তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে Andibody তৈরী হয়। যদি যুদ্ধ Antibody জিতে যায় তাহলে ঐ জীবাণু শরীরের কোন ক্ষতি করতে পারে না বা কোন রোগ হয় না। কিন্তু যদি পরাজিত হয় তাহলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে যায় এবং রোগ সৃষ্টি হয়। আমাদের শরীরে T-cell বলে একে ধরণের কোষ আছে যা এন্টিবডি তৈরী করতে সাহায্য করে যা পরোক্ষভাবে দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করে। এইডস্ রোগের জীবাণু এই T-cell কে ধ্বংস করে এবং এন্টিবডি তৈরী করতে বাধা দেয়। তখন আক্রান্ত ব্যক্তি বিভিন্ন রোগ দ্বারা জর্জরিত হয় যেমন নিউমোনিয়া Skin cancer ইত্যাদি। জানা গেছে এইডস্ একটি সংক্রামক রোগ কিন্তু সাধারণত স্পর্শ, চুম্বন, পাশাপাশি বসা প্রভৃতি থেকে এই রোগ সংক্রামিত হয় না। Bethesda National Institute of Cancer এর বিজ্ঞানীরা সংখ্যাতত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ করেছেন তিনটি উপায়ে এইডস্ রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে (১) রক্তের দ্বারা (২) রক্তের দ্বারা উৎপন্ন কোন পদার্থের সাহায্যে ও শুক্রানু দ্বারা।

এরপর তিনের পাতায় .....

কোলন ক্যানসার ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক
সভাপতিঃ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ্ হোমিওপ্যাথি (ভারত)
সম্পাদকঃ প্রেসক্রিপশন পত্রিকা
ফোন ঃ ৯৮৩০৫০২৫৪৩
Email : mallick2007@gmail.com

কোলন ক্যানসার লার্জ ইনটেস্টাইন বা অ্যাপেন্ডিক্সে অতিরিক্ত কোষবৃদ্ধির কারণে হয়। পৃথিবীতে যত রকমের ক্যানসার রয়েছে তার মধ্যে আক্রান্তের নিরিখে তৃতীয় বৃহত্তম কোলন ক্যানসার।

লক্ষণ:

এই ধরনের ক্যানসার হলে প্রথম পর্যায়ে কোনও লক্ষণ নাও থাকতে পারে। তবে প্রাথমিক সতর্কতাসূচক লক্ষণগুলি হল,

১। পেট পরিষ্কার না হওয়া

এরপর চারের পাতায় .....

মা ডায়াগোনেস্টিক সেন্টার অ্যাণ্ড প্যাথোলজিকাল ল্যাব এল.এল.পি.

১১৮ বি, এ.জে.সি.বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৪

(নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটালের ২নং গেটের বিপরীতে। ধন্বন্তরী এবং মেডিপয়েন্ট ঔষধের দোকানের উপরে দোতলায়)

Phone: (033) 2264-7642
E-mail: maadiagnostic20@gmail.com

কৌশিক ঘোষ
Phone: 9163998091, 9804713449

মল্লিক হোমিও হল

৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ (কলেজস্ট্রিট)
শাখা– ৮৮/১ দমদম রোড, দমদম কুইন (দোতলায়) কলকাতা-৩০
Email: mallick2007@gmail.com, info@drpmallick.in, Website: www.drpmallick.in

বিশ্বমানের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়
রোগ বিয়োগ

সতর্কতা: চিকিৎসকের সঠিক পরামর্শ ছাড়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।

আমাদের চিকিৎসক:
ডাঃ প্রকাশ মল্লিক (ধন্বন্তরী) এম.ডি (হোমিও), ডি. আই হোম (লন্ডন)
সভাপতি- ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথি
সহকারী- ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক, ডাঃ রাজেশ কুণ্ডু, রিংকী ব্যানার্জী, পরিমল কুণ্ডু

ক্যান্সার। অর্শ। ফিশার। ফিশচুলা। চুল পড়া। ঘাড়ের ব্যথা। এলার্জি। হাঁটুতে ব্যথা। ডায়াবেটিস। আঁচিল ব্রণ। মাইগ্রেন। সোরিয়াসিস। চর্মরোগ। ডিপ্রেশন। প্রস্টেট বৃদ্ধি। অ্যাসিডিটি। পেটের সমস্যা। থাইরয়েড। সাইনাস। স্ত্রীরোগ। বন্ধ্যাত্ব। যৌন অক্ষমতা। একজিমা। আর্থারাইটিস।

For Appointment: 9830023487, 9830502543
Toll Free: 18008430032

কলেজস্ট্রিট ❖ দমদম

শিশুকে আদর করার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে রোগ

রিংকী ব্যানার্জী
ফোন ঃ ৮৩৭১০২৫৫০৫

পরিবারে কোনও নতুন শিশুর জন্ম সবসময়েই আনন্দবার্তা নিয়ে আসে। শুধু মা-বাবা কেন, বাড়ির প্রতিটি সদস্য, বাইরের আত্মীয়স্বজন নতুন বাচ্চাকে দেখতে আসার পাশাপাশি তাকে ধরিয়ে স্নেহচুম্বন এবং আদরও করেন। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই আলিঙ্গন থেকে ছড়িয়ে পড়তে পারে রোগ। হ্যাঁ, শিশুকে ধরার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করলে নবজাতকের শরীরে নানান রোগ বাসা করতে পারে। সদ্য সংগঠিত হওয়া একটি সমীক্ষার ফলাফল থেকে এরকম তথ্য উঠে আসায় চিকিৎসকমহল থেকে বিজ্ঞানী সকলেই হতভম্ব। জন্মের পরে হাসপাতালে হোক বা বাড়িতে, বারি থেকে এসে যদি কেউ তাঁকে জড়িয়ে ধরেন বা চুম্বন দেন, তাহলে সেই অপরিচ্ছন্ন জামাকাপড় বা হাত থেকে শিশুর শরীরে মারাত্মক সংক্রমণ হতে পারে।

অনেক মা-বাবারই অভিযোগ শিশুকে যদি তাঁরা বাইরে থেকে আসা আত্মীয়স্বজনের কাছে না দিতে চান, তাহলে আত্মীয়রা রাগ করেন। বাধ্য হয়ে তখন বাচ্চাকে দিতে হয়। আর লোকে বাড়িতে বেড়াতে এসে কেই-বা বাচ্চাকে ধরার আগে মেডিকেটেড সাবান দিয়ে ধুয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করবেন? ফলত যা হওয়ার তাই হয়। অনেকে আবার ঘুম থেকে তুলেও বাচ্চাকে আদর করতে শুরু করে দেন, যা শিশুস্বাস্থ্যের পক্ষে একেবারেই ভালো নয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসকরা বলেন, শিশুর ত্বক ও শরীর অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হওয়ার জন্য শিশু চট করে কোনও রোগের শিকার হতে পারে। তাই তার পরিচর্যার ক্ষেত্রে সকলকেই সচেষ্ট থাকতে হবে। বেশি লোক শিশুকে স্পর্শ না করাই ভালো। আর করলেও হাত ও জামাকাপড় যেন পরিষ্কার থাকে।

নবজাতকের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সংক্রমণের কারণ হয় বাইরের অপরিচ্ছন্ন হাতের স্পর্শ। এছাড়াও আশপাশের বা বাড়ির কোনও ব্যক্তির যদি হাঁচি-কাশি হয়, তাহলেও তাঁদের শিশুটির কাছে যাওয়া বা তাকে কোলে নেওয়া উচিত নয়, কেননা এর মাধ্যমেও ভাইরালের জীবাণু শিশুর শরীরে প্রবেশ করতে পারে। সেজন্য মা-বাবা ব্যতীত আর কারও কাছে শিশুকে বেশি দিতে মানাই করছেন চিকিৎসকরা। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা, এই গবেষণাকে আরও জোরালো করেছে। সেখানে আঠারো দিনের শিশু মারিয়ানার মৃত্যু হয় ভাইরাস আক্রমণে ও পরে চিকিৎসকরা নিশ্চিত করেছেন এত লোক বাচ্চাটিকে আদর করেছিল যে তাদেরই কারও না কারও শরীর থেকে ভাইরাস এসেছিল ওই নবজাতকের শরীরে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে মারিয়ানার মা নিকোল জানান, এইচএসভি ১ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে তাঁর একরতি মেয়ে। জন্মের কয়েকদিন পরে মারাত্মক সর্দিতে আক্রান্ত হয় মারিয়ানা। তারপর ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে মস্তিষ্কের কোষে। তারপর মেরুদণ্ড থেকে সমস্ত দেহে। আর অতি আদরের ফলেই মাত্র ১৮ দিনে শেষ হয়ে যার তার জীবন।

ক্যালিফোর্নিয়ার শিশু বিশেষজ্ঞ তানিয়া অল্টম্যানের মতে, কোনও ব্যক্তি বা প্রাপ্তবয়স্কর শরীরে এই ভাইরাস থাকলে, তা শিশুকে আদর করার সময় শিশুর শরীরেও প্রবেশ করে। বিশেষত নবজাতকের জন্মের প্রথম দুই মাসের মধ্যে এই ভাইরাস ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব প্রবল। মারিয়ানার ক্ষেত্রেও এক্কেবারে এই ঘটনাটিই ঘটেছিল। তার বাবা ও মা কারও শরীরেই এই ভাইরাস ছিল না, তার মানে কোনও বহিরাগতর স্পর্শ থেকেই এসেছিল। কাজেই শিশুকে আদরের আগে যথাযথ সতর্কতা অনুসরণের নির্দেশ দিচ্ছেন পৃথিবীব্যাপী

সঠিক মানুষের সংস্পর্শের পৃথিবীটা সুন্দর হয়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক এম.ডি (হোমিও)

গরিব কে?

একজন সম্ভ্রান্ত অর্থসম্পন্ন মহিলা শাড়ির দোকানে যায় এবং কাউন্টারের ছেলেটাকে বলে, 'ভাই, আমাকে কিছু সস্তা দামের শাড়ি দেখাও। আমার ছেলের বিয়ে, তাই বাড়ির কাজের মহিলাকে দিতে হবে।'

কিছুক্ষণ পর বাড়ির কাজের মহিলাটি শাড়ির দোকানে এল এবং কাউন্টারের ছেলেটিকে বলল, 'ভাই কিছু দামি শাড়ি দেখাও তো, আমি আমার মনিবের ছেলের বিয়েতে উপহার দিতে চাই।'

দরিদ্রতা মানিব্যাগে না মনের মধ্যে থাকে?

ধনী কে?

একদা এক মহিলা তার পরিবারের সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে একটি তিন তারা হোটেলে গিয়েছিলেন। মহিলাটির সঙ্গে তার ছয় মাসের একটি শিশু ছিল। মহিলাটি তিন তারা হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি এককাপ দুধ পেতে পারি?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম'। তিনি উত্তর করলেন, 'কিন্তু এর জন্য আপনাকে দাম দিতে হবে।'

মহিলাটি বলল, 'ঠিক আছে।'

যখন তারা গাড়ি করে হোটেল থেকে ফিরছিল, ছেলেটির পুনরায় খিদে পেল। তারা রাস্তার ধারে একটি চায়ের দোকানের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাল এবং চা বিক্রেতার কাছ থেকে দুধ নিল। মহিলাটি চা বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কত দাম দেব?'

তখন চা বিক্রেতা বলল, 'মা, আমরা বাচ্চার জন্য দুধের দাম নিই না।' বৃদ্ধ চা বিক্রেতা মৃদু হেসে বলল, 'রাস্তায় যদি প্রয়োজন হয় আরও এক কাপ দুধ রেখে দিন।'

ভদ্রমহিলা আরও এক কাপ দুধ নিয়ে চলে গেলেন। তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন, কে বেশি ধনী? হোটেল ম্যানেজার না বৃদ্ধ চা বিক্রেতা?

মাঝে-মাঝে অর্থ রোজগারের ইঁদুর দৌড়ে আমরা ভুলে যাই যে আমরা মানুষ। আসুন কোনওকিছু ফেরত পাবার আশা না রেখে আমরা অন্যের প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে দিই। এটা আমাদের মনে যে সন্তোষ প্রদান করবে, অনেক অর্থও সে সন্তোষ দিতে পারবে না।

দুধ ও চিনির সঙ্গে পরিচয় না হলে কফি জানতেই পারত না তার স্বাদ এত সুন্দর ও সুস্বাদু হতে পারে। আমরা ব্যক্তি হিসাবে নিঃসন্দেহে ভালো। কিন্তু আরও ভালো হতে পারি যদি আমরা উপযুক্ত লোকের সংস্পর্শে আসতে পারি এবং এমন লোকের সঙ্গে মিলেশিশে কাজ করতে পারি... সর্বাদা সঠিক লোকের সংস্পর্শে থাকুন।

'পৃথিবী সুন্দর মানুষে পরিপূর্ণ.... যদি এমন মানুষের খোঁজ না পান... নিজে এমন মানুষ হন...

মানুষ বড় হয় কীভাবে

মানুষ বয়সে নয়, জ্ঞানে বড় হয়।
ভোগ করে নয়, দায়িত্ব পালনে বড় হয়।
ভয় দেখিয়ে নয়, ভালোবেসে বড় হয়।
অহংকারে নয়, দানে বড় হয়।
বুদ্ধিতে নয়, বোধের কারণে বড় হয়।
ক্রোধে নয়, শান্তিতে বড় হয়।
অন্যের ক্ষতি করে নয়, অপরকে সাহায্য করে বড় হয়।

মানুষ সাময়িক মিথ্যাতে নয়, স্থায়ি সত্যে বড় হয়।

তাই সম্মান, শ্রদ্ধা ভালোবাসা, অনুকরণ, অনুসরণ এমন মানুষকে করা উচিত, যে জীবনে প্রকৃত বড়।

প্রজ্ঞাপন

পত্রিকার গ্রাহকদের জন্য
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার
বিশেষ সুযোগ
ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

এম.ডি (হোমিও) ডিআই.হোম (লণ্ডন) এফ এফ হোম (নাইজেরিয়া) ইন্টারন্যাশনাল ম্যান অব দ্যা ইয়ার (ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা) মাস্টার অব হোমিওপ্যাথি এবং ধন্বন্তরী (বাংলাদেশ)।
ক্যান্সার, হাঁপানি, চর্মরোগ, স্ত্রীরোগ ও শিশুরোগ প্রভৃতি চিকিৎসার বইগুলির লেখক ডাঃ মল্লিক-এর বর্তমান ফিস্ ৩০০০ টাকা নীচের কুপনটি কেটে নিয়ে এলে মাত্র ১০০০ টাকায় রোগী দেখে দেবেন।
বিঃদ্রঃ-এম.পি., এম.এল.এ এবং কাউন্সিলারদের চিঠি আনলে গরিবদের ও সিনিয়ার সিটিজেনদেরও জন্য মাত্র ৫০০ টাকায় দেখে দেবেন।

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
মল্লিক হোমিও হল
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেজস্ট্রীট
কোলকাতা -৯
শাখাঃ ৮৮/১ দমদম রোড, দমদম ক্যুইন (দোতলায়) কলকাতা-৩০
ফোন ঃ ৯৮৩০০২৩৪৮৭/৯৮৩০৫০২৫৪৩
Email : mallick2007@gmail.com, info@drpmallick.in
Webesite : www.drpmallick.in
পূর্বে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎ

হোমিওপ্যাথি প্রশিক্ষণ

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
এম.ডি (হোমিও), ডি. আই হোম (লণ্ডন), এম-এফ হোম (নাইজেরিয়া)

একজন আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হোমিও চিকিৎসক। তিনি একটি স্বকীয় ধারায় চিকিৎসা করেন যার নাম 'মল্লিক মেথড'। যদি এ বিষয়ে কোন হোমিওচিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিতে চান, তবে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ডাঃ পি মল্লিক
প্রযত্নে ঃ মল্লিক হোমিও হল
৮৮/১, দমদম রোড, দমদম কুইন, দ্বিতীয়তল,কলকাতা-৭০০ ০৩০
ফোন ঃ ৯৮৩০৫০২৫৪৩/৯৮৩০০২৩৪৮৭
Email: mallick2007@gmail.com, info@drpmallick.in, Webesite: www.drpmallick.in

অ্যালার্জী এবং অ্যাস্থমা চিকিৎসা কেন্দ্র

১৫৫, এ. জে. সি. বোস রোড, (মৌলালী) কলকাতা-৭০০০১৪
সহকারী ঃ কৌশিক পাল
-ঃ ফোন ঃ-
৯৪৩৩৪৩১৯৯৮, ৯৮৭৪১৮২৮৪২
৯৮৩১৭২৯৮৪৭

মোষ, ছাগল ও গরুর বাচ্চা প্রসবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক এম.ডি (হোমিও)
সিনিয়ার সুপার স্পেশালিস্ট হোমিওপ্যাথ
সভাপতি ঃ আর্ন্তজাতিক ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ্ হোমিওপ্যাথি
ফোন ঃ ৯৮৩০০২৩৪৮৭/৯৮৩০৫০২৫৪৩
Email : mallick2007@gmail.com

গরু, মোষ বা ছাগলের চারণ ভূমি কমে যাচ্ছে। নগরায়ণের কারণে। ফলে পশুরা অপুষ্টিতে ভুগছে। সেই কারণ পশুর গভবতী হওয়ায় সমস্যার পাশাপাশি বাচ্চা প্রসবে ও সমস্যা বাড়ছে।

খাদ্যের অভাবের পাশাপাশি সংক্রমাণ যৌন রোগ পশুর গর্ভবতী না হওয়ার কারণ। ব্রুশেলশিস, টাইট্রাইকো, মোনিরেসিস (ট্রাইকো মোনোস ফিটাস) ক্যামেপাইকো ব্যাকটেরিয়া ওসিস ইত্যাদি। চাঁড় দিয়ে প্রজনন করালে বা খাবার অপরিষ্কার রাকলে কৃত্রিম প্রজননের সময় সরঞ্জাম ভালোভাবে জীবাণু মুক্ত না করলে হতে পারে। এই রোগগুলো হলে বকনা গরম হলেও প্রজনন করালেও গভীন না হতে পারে। আবার গ্রাভীন হলেও ৩ মাস বা ৭ মাসে গর্ভপাত হয়ে যেতে পারে অথবা প্রস্রাবের মৃত বাচ্চার জন্ম দিতে পারে। এই সব সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে হলে খাবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজন।

সপ্তাহে একদিন খামার বা গোয়ালঘর চুন দিয়ে পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

স্ত্রী অঙ্গের আকৃতিগত সমস্যা:

গরু, মোষ, ছাগলের শহীরের স্ত্রী অঙ্গের আকৃতি সমস্যা থাকলে, গরু, মোষ গরম না হতে পারে। গাভীনও না হতে পারে। ওভারির আকার সঠিক না হয়ে খুব ছোট বা খুব বড় হলে তা স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারে না। ওভারি সঠিক ভাবে কাজ না করলে সেখান থেকে যেমন 'ডিম' বের হবে না। অন্য দিকে ওভারি থেকে যে সব হরমোন বেরোয় সেগুলোরও পরিমান মতো বেরোবে না। ফলে ঋতু চক্র সঠিক ভাবে কাজ করবে না। যদি এক্ষেত্রে লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসকে পরামর্শ অনুযায়ী পালসেটিলা, অরাম মিউর ন্যাট প্রভৃতি ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায়।

প্রজনন করার সময় পশুকে স্নান করতে হবে। কিন্তু অনেকে পুকুরে পশুকে নামিয়ে স্নান করায় এতে নানা সংক্রামক ঘটে পারে। তাই পাইপ দিয়ে স্নান করানো উচিত। পশু গাভীন না হলে আমি এ্যাড্রিনালিন 3X ঔষধ প্রয়োগ করে সুফল পেয়েছি।

অনেক সময় নানা কারণে পশুর গর্ভপাত ঘটে যায়। এক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা যেতে পারে। গর্ভস্রাবের সঙ্গে কালো রক্ত বের হলে। অস্টিলিগো ৩০, বারবার গর্ভপাত হলে অ্যাকটি রেসি।

এবার প্রসবের সময় চিকিৎসা:

কষ্টকর প্রসব বেদনায়---সিমিফিউগাট বদমেজাজী পশু হলে ক্যামোমিলা ৩০, পশু নম্র স্বভাবের হলে ---পালসেটিলা ৩০ এররকম হোমিওশাস্ত্র অনেক ঔষধ যা প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়।

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক একজন আন্তির্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। কিন্তু অতীতে গ্রাম থাকতেন, তখন গ্রামে অসংখ্য পশুর চিকিৎসা করে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই রচনা। তাঁর লেখা 'হোমিও পশু চিকিৎসা' নামে একটি পুস্তক আছে।

মানহানি ও এর প্রতিকার

—পবিত্র কুমার মল্লিক (আইনজীবী)
ফোন ঃ ৭২৭৮২৬৩৫০৪

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অবস্থান ভেদে মানসম্মান রয়েছে। প্রতিটি রাষ্ট্রই মানুষের মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এক্ষেত্রে আমাদের দেশও ব্যতিক্রম নয়। এ বিষয়ে আমাদের সংবিধানে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ রয়েছে রাষ্ট্র মানুষের মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করবে। একজন ব্যক্তির সম্মানের প্রতি অসম্মান করা হলে বা সম্মান বিষয়ে হানিকর কিছু বলা হলে সেটিকে সাধারণ অর্থে মানহানি বলা হয় তবে আইনের ভাষায় মানহানির ভিন্নতর সংজ্ঞা রয়েছে। একজন ব্যক্তির মানসম্মান তার অধিকার। এ অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এ অধিকারের লঙ্ঘন বা হানি ঘটলে একজন ব্যক্তি আদালতের মাধ্যমে তা সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়। আমাদের দেশে একজন ব্যক্তির অপর ব্যক্তি কর্তৃক সম্মান হানি ঘটলে তিনি ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় আদালতে এর প্রতিবিধান চেয়ে মামলা করতে পারেন। দেশের মূল দণ্ড আইন দণ্ডবিধিতে মানহানিকে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে এর লঙ্ঘন বা হানির ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান করা হয়েছে। দণ্ডবিধির বর্ণিত সংজ্ঞায় মানহানি বিষয়ে বলা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কিংবা তার খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট হবে বলে জেনেও বা তার বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও উচ্চারিত বা পাঠের জন্য অভিপ্রেত শব্দাবলি বা হিহ্নাদি বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে অনুরূপ ব্যক্তি সম্পর্কিত নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে তবে নিম্নের ১ থেকে ৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত ব্যাখ্যা পরে উল্লেখিত ব্যক্তিক্রম ব্যতীত মানহানি সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। ব্যাখ্যা ১, কোনো মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে নিন্দাবাদ আরোপ করা এবং সে মৃত ব্যক্তির পরিবারপরিজন বা অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের মনকে পীড়িত করার উদ্দেশ্যে অনুরূপ নিন্দাবাদ আরোপ করা মানহানি বলে গণ্য হবে। ব্যাখ্যা ২, কোনো কোম্পানি, সমিতি বা ব্যক্তিসমষ্টি সম্পর্কে সমষ্টিগতভাবে কোনো নিন্দাবাদ আরোপ করা মানহানি বলে গণ্য হবে। ব্যাখ্যা ২, কোনো কোম্পানি, সমিতি বা ব্যক্তিসমষ্টি সম্পর্কে সমষ্টিগতভাবে কোনো নিন্দাবাদ আরোপ করা মানহানি বলে গণ্য হবে। ব্যাখ্যা ৩, বিকল্পরূপে বা বিদ্রূপাত্মকভাবে নিন্দাবাদ আরোপ করা মানহানি বলে গণ্য হবে। ব্যাখ্যা ৪, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো নিন্দাবাদ আরোপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য ব্যক্তির দৃষ্টিতে সে ব্যক্তির নৈতিক বা বুদ্ধিগত চরিত্র অবনমিত না করলে কিংবা তার বর্ণ বা সম্প্রদায় বা তার পেশার দিক থেকে সে ব্যক্তির চরিত্রকে অবনমিত না করলে কিংবা সে ব্যক্তির প্রসিদ্ধি ক্ষুন্ন না করলে কিংবা তার দেহ বীভৎস বা ঘৃণ্য অবস্থায় বা যে অবস্থা সাধারণভাবে অরুচিকর বলে বিবেচিত, সে অবস্থায় আছে বলে বিশ্বাস সৃষ্টি না করলে, সে ব্যক্তি সম্পর্কে সে নিন্দাবাদ আরোপ তার খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করেনি বলে গণ্য হবে। ব্যতিক্রম ১, যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো ঘটনা সত্য হয় এবং জনকল্যাণের খাতিরে সে ঘটনার উল্লেখ বা প্রকাশ প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে সে ব্যক্তি সম্পর্কে সে নিন্দাবাদ আরোপ মানহানির অপরাধ বলে গণ্য হবে না। ব্যক্তিক্রম ২, সরকারি কার্যসম্পাদনের ব্যাপারে কোনো সরকারি কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে বা উক্ত আচরণে তার চরিত্রের যতদূর প্রকাশ পায় ততদূর পর্যন্ত তার চরিত্র সম্পর্কে সরল মনে বা বিশ্বাসে কোনো মতামত প্রকাশ মানহানির অপরাধ বলে গণ্য হবে না। ব্যক্তিক্রম ৩, কোনো সরকারি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির আচরণ এবং সে ব্যক্তির আচরণে তার চরিত্র যতদূর পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক, শুধু ততদূর পর্যন্ত তার চরিত্র সম্পর্কে সরল মনে বা বিশ্বাসে কোনো মতামত প্রকাশ করা মানহানির অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

ব্যতিক্রম ৪, কোনো আদালত বা বিচারালয়ের কার্যক্রমের প্রায় সম্পূর্ণ সত্য রিপোর্ট প্রকাশ করা বা অনুরূপ কার্যক্রমের ফলাফল প্রকাশ করা মানহানির অপরাধ বলে গণ্য হবে না। ব্যতিক্রম ৫, কোনো বিচারালয়ের বিচারের পূর্বকার্যক্রম হিসেবে প্রকাশ্য আদালতে তদন্ত অনুষ্ঠানকারী ন্যায়পাল বা অপর কোনো পদস্থ কর্মকর্তা উপরোক্ত ধারার অর্থ অনুসারে একটি আদালত। ব্যতিক্রম ৬, কোনো বিচারালয়ের বা আদালত কর্তৃক সাব্যস্ত কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলার প্রধান দোষ ও গুণাবলি সম্পর্কে কিংবা অনুরূপ কোনো মামলার সঙ্গে অন্যতম পক্ষ, সাক্ষী বা এজেন্ট হিসেবে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির আচরণ কিংবা উক্ত আচরণে তার চরিত্র যতদূর পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক, ততদূর পর্যন্ত তার চরিত্র সম্পর্কে সকল মনে বা বিশ্বাসে কোনো মতামত প্রকাশ করা মানহানির অপরাধ বলে গণ্য হবে না। ব্যতিক্রম ৭, সরকারি কোনো কার্যের কর্তা কর্তৃক জনসাধারণের বিচারার্থ উপস্থাপিত কার্যের দোষগুণ সম্পর্কে কিংবা কার্যটিতে কর্তার চরিত্র যতদূর পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়েছে, শুধু ততদূর পর্যন্ত তার চরিত্র সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ করা মানহানির অপরাধ বলে গণ্য হবে না। ব্যতিক্রম ৮, কোনো কার্য প্রকাশ্যভাবে কিংবা কর্তার যে ব্যবস্থা দ্বারা জনসাধারণের বিচারার্থ কার্যটির উপস্থাপন বোঝায়, সে ব্যবস্থা দ্বারাও কার্যটি জনগণের বিচারার্থ উপস্থাপিত হতে পারে।

প্রথম পাতার পর.....

এইডস্ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

এইডস্ রোগের লক্ষণ:

১। রোগী জ্বরে আক্রান্ত হতে পারে

২। রোগী সারা শরীরে ব্যাথা অনুভব করে।

৩। রোগীর ওজন দু'মাসের কম সময়ে প্রায় সাড়ে চার কেজি পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

৪। রোগীর গায়ে মুখে অথবা মুখের ভিতর দাগ দেখা যেতে পারে

৫। রোগী সর্বদা অবসাদ অনুভব করে।

এই রোগের সঠিক ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয়নি তবে কিছুটা সফল হয়েছে জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব ফ্যার্মেসির ডাঃ চুঙ কে চু এবং তাঁর সহকর্মীরা। তার ওষুধটির নাম দিয়েছেন CS 87, ওষুধটির ক্রমোন্নতির চেষ্টা চলছে, এখন জন্তু জানোয়ারের উপর প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আশা করা যায় খুব শিগগিরই মানুষের উপর সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। ডঃ চু এর মতে মস্তিষ্ক এইডসের ভাইরাসের নিরাপদ আশ্রয়। এর ফলে রোগী এইবার সুস্থ হলেও ফের আক্রান্ত হতে পারে। প্রথমে রক্ত এবং পরে মস্তিষ্কের এই বাধা অতিক্রম করতে পারলে এই ওষুধটি ভবিষ্যতে অবশ্যই আশাপদ হবে।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে হোমিওপ্যাথিতে এইডস্ রোগীর চিকিৎসা সম্ভব। কারণ হোমিওপ্যাথি রোগের চিকিৎসা করে না, রোগীর চিকিৎসা করে। পাঁচ বছর আগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে ১৪ জন এইডস্ বাহিত রোগীকে নিরাময় করা হয়েছে—ভারতের সেন্টাল কউন্সিল ফর হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ প্রতিষ্ঠান থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল বোম্বাই-এর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ-এর কাছ থেকে আসা এইডস এর জীবাণু বাহিত ১৫৭ জন রোগীর উপর হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করে, এর মধ্যে ১৪ জন রোগীকে অনেকটায় সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

অপর দিকে হাইপেরিকাম নামের একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাদার টিংচার নিয়ে অষ্ট্রিয়াতে একটি গবেষণায় দেখা গেছে হালকা থেকে গভীর মানসিক অবসাদ বা হতাশগ্রস্থ রোগীদের এই ওষুধ খাওয়ালে 67% রোগীর ভাল ফল পাওয়া গেছে।

আরও দেখা গেছে এই ওষুধের Antiviral গুণ রয়েছে এবং যার ফলে AIDS চিকিৎসায় HIV এর বিরুদ্ধে এবং কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা চলছে। 1988 সালে নিউইয়র্কে এক গবেষণায় দেখা গেছে হাইপেরিকাম এর রাসায়নিক যৌগ Hypericin এ রয়েছে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর হওয়ার গুণ।

আরও একটি গবেষণায় দেখা গেছে Radiation বা বিকিরণ চিকিৎসার পর এই ধরনের লিউকোমিয়া রোগ ঠেকাতে এই ওষুধ কার্যকর।

সম্প্রতি W.H.O একটি রিপোটে জানিয়েছে আগামী দশবছরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচুর সংখ্যক লোক এই রোগের আক্রান্ত হবে। তাই এশিয়ার চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধের কথা ভারতে হবে বেশি। এখন প্রশ্ন কিভাবে তা করা যাবে।

১। নিরাপদ যৌন সম্পর্ক-একাধিক যৌন সঙ্গী না করা।

২। নিরাপদ রক্ত—শরীরে রক্ত দেবার আগে রক্তের এইচ, আই, ভি পরীক্ষা অবশ্যই করণীয় জীবাণুযুক্ত সূঁচ এবং সিরিঞ্জের উপর জোর দেওয়া।

৪। নিরাপদ গর্ভাবস্থা—এইচ. আই. ভি, সংক্রামিত মহিলার গর্ভধারন এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

কোন ব্যাক্তি এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত তা সাঠিকবাবে জানার জন্য একটি পরীক্ষার প্রয়োজন Elisa test.

প্রথম পাতার পর.....

কোলন ক্যানসার ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

২। কালো, আঠালো, সরু আকৃতির পায়খানা। যা রক্তক্ষরণের কারণে হতে পারে। রক্তক্ষরণ কখনও বেশি হয়। আবার কখনও কম হতে পারে। কখনও টাটকা রক্ত বেরোয়। কখনও পুঁজ মিশ্রিত কালচে রক্ত বেরোতে পারে।

৩। পেটে গ্যাস জমে প্রায়ই পেট ফুলে থাকে। তলপেটে কামড় দিয়ে ব্যথা হয়।

৪। অকারণে মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়ে। দুর্বলতা বোধ হয়।

৫। খিদে কমে যায়। ওজন একেবারেই কমে যায়।

৬। পেট ফেঁপে যেতে পারে।

৭। রোগীর অ্যানিমিয়া হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা থাকে। ডানদিকের কোলনে অর্থাৎ সিকাম বা অ্যাসেন্ডিং ক্যানসার হলে অ্যানিমিয়ার সমস্যা নিয়েই রোগী চিকিৎসকের কাছে আসেন।

৮। বাঁদিকে টিউমার বড় হলে সেটি ইউরেথ্রার উপর চাপ বাড়ায়। তাতে বাঁ-দিকের কিডনি ফুলে যায়। একে হাইপোনেফ্রোসিস বলে।

৯। এছাড়া রোগ ছড়িয়ে পড়লে আরও অনেক জটিলতা দেখা যেতে পারে।

রোগ নির্ণয়:

ক্যানসার নির্ণয়ের সর্বোত্তম পরীক্ষা হল কোলনস্কোপি। বর্তমানে তা অতি সহজেই কোলনস্কোপি করা যায়। রেকটাম অর্থাৎ কোলনের নীচের অংশে টিউমার হলে কোলনস্কোপির দরকার হয় না। এ ব্যাপারে সিগময়ডোস্কোপি নামক অপেক্ষাকৃত সহজ পরীক্ষা করা হয়। কোলনস্কোপি অথবা সিগময়ডোস্কোপির মাধ্যমে সরাসরি টিউমার দেখা যায়। সেখান থেকে টিস্যু নিয়ে পরীক্ষা করে ক্যানসার হয়েছে কিনা নিশ্চিত হওয়া যায়। তারপর অন্যান্য পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসার পদ্ধতি ঠিক করা হয়। কোলন ক্যানসার ভালো হওয়ার একমাত্র চিকিৎসা অপারেশন। এর মাধ্যমে ক্যানসার আক্রান্ত অংশ এবং তার আশপাশ বাদ দেওয়া হয়। তার সঙ্গে ক্যানসারের গুরুত্ব বুঝে কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মনে রাখতে হবে, প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে চিকিৎসা ফলপ্রসূ হয়। ক্যানসারজনিত মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক কমে যায়। রোগ যদি টিএনএম স্টেজ ওয়ান ও টু থাকে সেক্ষেত্রে ক্যানসার শুধু লার্জ ইনটেস্টাইনের আবরণে আটকে থাকে। তখন চিকিৎসা করলে ৯০ শতাংশ রোগী পাঁচ বছরের বেশি বেঁচে থাকতে পারেন। কিন্তু টিএনএম স্টেজ থ্রি অর্থাৎ লার্জ ইনটেস্টাইনের বাইরের চারপাশে ও লিম্ফনোজে ছড়ায়। সেক্ষেত্রে সব ধরনের চিকিৎসা হলেও মাত্র ৪০ শতাংশ রোগী পাঁচ বছর পর্যন্ত বাঁচেন। আর কোলন ক্যানসার যদি স্টেজ ফোরে পৌঁছয় সে ক্ষেত্রে সব ধরনের আধুনিক চিকিৎসা সত্ত্বেও মাত্র ৫ থেকে ৭ শতাংশ রোগী সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারেন। কাজেই সংকোচ, দ্বিধার বশবর্তী হয়ে কখনও চিকিৎসায় গাফিলতি করা উচিত নয়।

ঝুঁকি:

কিছু কিছু বিষয় কোলন ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

বয়স:

যে কোনও বয়সে কোলন ক্যানসার হতে পারে। কিন্তু ৫০ বছরের পর ঝুঁকি বাড়তে থাকে। প্রতিবছর কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর মাধ্যে শতকরা ৯০ জনের বয়স ৫০-এর বেশি। তাই এ বয়সে যদি হঠাৎ পায়খানার সমস্যা, রক্ত পায়খানা, অ্যানিমিয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়, অবিলম্বে ব্লাড টেস্ট ও কোলনস্কোপি করা উচিত।

ডায়েট:

অতিরিক্ত তেল মশলা, ভাজাভুজি, রেড মিট খেলে, ডায়েটে ফাইবারের পরিমাণ কম থাকলে কোলন ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। জাঙ্ক ফুড, প্যাকড খাবার, ট্রান্স ফ্যাট থেকেও সমস্যা বাড়ে।

ডায়াবেটিস:

ডায়াবেটিক রোগীদের কোলন ক্যানসারে ভোগার সম্ভাবনা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেশি। পলিপ কোলনের পলিপ থেকেও ক্যানসার হতে পারে। তাই প্রথম থেকেই সতর্ক হতে হবে। আলসারেটিভ কোলাইটিস থেকেও ক্যানসারের প্রভূত সম্ভাবনা আছে। তাই দীর্ঘদিন ধরে রক্ত পায়খানা, পেটে ব্যথা, ডায়েরিয়ার মতো সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

সিগারেট:

নিয়মিত সিগারেটের অভ্যেস থেকেও কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি থেকে যায়। সিগারেটের নিকোটিন মুখের লালার সঙ্গে মিশে পেটে চলে যায়। তার থেকে ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি।

অতিরিক্ত মদ্যপান:

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে শরীরে ফলিক অ্যাসিডের পরিমাণ কমে যায়। যা ক্যানসারের অন্যতম কারণ।

ওবেসিটি:

অপর্যাপ্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ফ্যাটি ডায়েট, এক্সারসাইজে অনীহা ইত্যাদি কারণ থেকে ওজন বেড়ে যায়। তার থেকেও রোগী ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারেনা।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা:

আমার বাবা ডাঃ প্রকাশ মল্লিক একজন প্রবীন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তাঁকে হোমিওপ্যাথিক ক্যানসার বিশেষজ্ঞ বলা হয় তিনি ৩৫ বৎসর ধরে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে ক্যানসার সহ নানা জটিল রোগীর চিকিৎসা করে থাকেন। বলাবাহুল্য বাবার কাছে যে সমস্ত রোগীরা এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শেষ করে আসে, তাঁরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা যন্ত্রনাহীন দীর্ঘ জীবন পায়।

‘রোগী আপন রোগ পর হোমিওপ্যাথির উপর কর নির্ভর— ভালো থাকো জীবন ভর”
—ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ডাঃ পার্থসারথি অনেকে পিছনে ফেলে অনেক এগিয়ে

ডাঃ অভিজিৎ মণ্ডল

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক একজন বয়সে নবীন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। বয়সে নবীন হয়েও তিনি অভিজ্ঞতায় প্রবীন হয়েছেন। কারণ তাঁর পিতা জীবন্ত কিংবদন্তী চিকিৎসক ডাঃ প্রকাশ মল্লিকের অভিজ্ঞতা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি ইতিমধ্যে বেশ কিছু জটিল রোগ সারিয়ে নজির সৃষ্টি করেছেন। সুচিকিৎসার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এবং বাংলাদেশ নেপাল থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি প্রেশক্রিপশন, ভয়েস অব হোমিওপ্যাথ নামে দুটি স্বাস্থ্য বিষয়ক বুলেটিন সম্পদনা করেন। এছাড়া ১৮টি স্বাস্থ্য বুলেটিনের রিভুয়ার। ত্রিপুরা, বাংলাদেশ আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তিনি হোমিওপ্যাথির অ আ ক খ সহ ১১টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সম্প্রতি অতীতের প্রখ্যাত হোমিওচিকিৎসক ডাঃ ভোলনাথ চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া নেপালঙ্গো পেয়েছেন ইন্দোনপাল রত্ন বাংলাদেশ থেকে বহু পুরস্কার। তাঁর পিতা ডাঃ প্রকাশ মল্লিক উদ্ভাবিত হোমিওপ্যাথির নতুন ধারা ‘মল্লিক মেথড’-র ধারক বাহক।

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক -এর বই

(১) “স্বাস্থ্য ভাবনা ও হোমিওপ্যাথিক সমাধান”
(২) কী খাবো কেন খাবো?
(৩) সুসলারের বায়োকেমিক মেটিরিয়া মেডিকা
(বাংলা অনুবাদ)

মণ্ডল বুক এজেন্সী
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭৩
ফোন ঃ ৯৮৩১৩৫৮৫৯৮

SUSHIKHAYA
Publisher & Book Supplier
55, College Street, Kolkata-73
(Opp. Barnoparichaya Market)
Ph.: 98336528975
9051735308
এখানে ডাঃ প্রকাশ মল্লিকের সমস্ত বই পাওয়া যায়।

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস-এর অনুষ্ঠানে ডাঃ প্রকাশ মল্লিকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে।

ডয়েন ডায়গনস্টিক ও রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৫৯, ভূপেন বোস এভিনিউ,
কোলকাতা-৭০০ ০০৪
দূরভাষ ঃ ২৫৫৫ ৮১৪৮/৯৮৩০১৪২০২৩

পরীক্ষাসমূহ ঃ এক্সরে আল্টাসোনোগ্রাফি • ই-সি-জি • ইকো কার্ডিওগ্রাফি • কালার ডপ্‌লাব • টি.এম.টি • পিসিআর স্টাডি • ফাস্ট প্লেক টিবি ডিটেকশন রেস্পিরেটরি ফাংশন টেস্ট • প্যাথলজি(সবরকম টেস্ট) • হল্টার মনিটরিং • দিনের দিন থাইরয়েড টেস্ট • এলার্জি ক্লিনিক

বিঃদ্রঃ—বাড়ী থেকে রক্ত আনার এবং ই.সি.জি. করার জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক ঃ ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক, এমিরেটাস এডিটর—ডাঃ প্রকাশ মল্লিক, সহ সম্পাদক— রিংকী ব্যানার্জী, ফোনঃ ৯৮৩০০২৩৪৮৭, মুদ্রণে ঃ মুন ক্রিয়েশন